অপেক্ষা – শফিকুল ইসলাম

চাতক যেমন চেয়ে থাকে
বৃষ্টি ধারার পানে!
প্রেমিক যেমন পথ চেয়ে রয়
অদৃশ্য এক টানে!

মানবজনম রই চেয়ে রয়
মহাকালের দিকে,
অপেক্ষার এই গোলক ধাঁধায় বাঁচার সাধটাই ফিকে!

কী পেলাম, আর কী পেলাম না হিসেব কষে কষে,
জীবন নামের খেরো খাতা পড়ছে খসে খসে।

বেঁচে আছি সামনে সুদিন দেখতে পাব বলে,
অপেক্ষার এই চেয়ে থাকায় যাচ্ছে যে দিন চলে।

বোধ ও বোধের অন্তরালে জীবন বেঁচে থাকে,
বোধগম্য না-হলে এ বোধ দোষ দেবে কাকে?

এসো তবে বাঁচি সুখে প্রত্যাশা থাক দূরে, অপেক্ষাকে ছুটি দিলাম বাঁচতে মধুর সুরে।

স্বপ্নের কুঠির – রিপলু চৌধুরী

ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখি
হৃদয়ে রঙের ছবি
গাড়ি বাড়ি দালান কোঠা
সবকিছু আমার দাবি।

স্বপ্নের ঘরে সুখ বিলাসী দেখা দেয় নীল পরী
তার ডানায় বসে আমি
দেশবিদেশ ভ্রমণ করি।

ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি আমি নাই কিছু আমারি
দেহের বলে বড়াই করি
এই কুঠির আমারি।

যেদিন যাবো ভুবন ছেড়ে
থাকবে পরে বাড়ি গাড়ি
মিছামিছি ছুটছি আমি
নাই কিছু ভুবনে আমারি।

ফলাও সোনা – মজনু মিয়া

মন জমিনে সঠিক চাষে
ফলত সোনা
সঠিক সময় সঠিক ফসল
হইলে বুনা।

মন মগজে রাখলে পরে
দেশের কথা

দশের কথা ভাবতে হবে
যথাতথা।

আপন আলোয় হাসবে ফসল
সোনার দেশে
গ্রহণ করবে মানুষ সবে
ভালোবেসে।

মানুষ এবং মনের জমির
বিবেক দিয়ে
শুদ্ধ সঠিক পথে তাকে
যাও খাটিয়ে।

অনন্য এক নাম – আখতারুজ্জামান আশা

চোখের পাতায় মনের খাতায়
গল্প, ছড়া, কাব্য গাঁথায়
নামটি তোমার বিদ্যমান;
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

দেশ-মাটি-মা'র অঙ্গজুড়ে
সর্বলোকের অন্তঃপুরে
বিরাজ তোমার গুণগান;
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

মাঠে ফলায় বঙ্গচাষি
সোনালি ধান রাশিরাশি
পেয়ে তোমার অবদান;
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

লাল-সবুজের বৃত্ত মাঝে তোমার স্মৃতির নৃত্য বাজে কভুও তা হবে না ম্লান! জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

তর্জুনিকে উঁচু করে
দূর্গ গড়ে ঘরে ঘরে
উড়িয়েছো স্বাধীন নিশান!
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

ব্যর্থতাই শক্তি – শাহারুল ইসলাম সুজন

হৃদয় জুড়ে অনেক আশা
স্বপ্ন দুচোখ ভরা,
লক্ষ্য পানে ছুটে চলি
না হই দিশেহারা।

চলতে গেলে আসবে বাঁধা জ্বলতে হবে সদা,
ধুকতে হবে জটিল কুটিল মাখতে হবে কাদা।

শুনতে হবে খারাপ কথা সইতে হবে ব্যথা,
রাখতে হবে সাহস মনে
হৃদয় আছে যে তা।

সফলতা আসবে জানি
থাকলে অটল পথে,
শক্তি নিয়ে প্রাণের মাঝে

জাগব চেতন হতে।

নিশ্চুপ মনের কথা – ইনজামুল চৌধুরী (সৌভিক)

এক বুক ভরা কষ্টের খোলসে মোড়ানো এই ভাঙ্গা হৃদয়।
স্বাধীন নয়, পরাধীন এক অভিশপ্ত জীবনের পথ টানে।
নিজের নয় অপরের বেঁধে দেওয়া নিয়ম
যা আমায় লোভের পথে টানে।
নিজের মস্তিষ্কে ভাবনার জাল বোনা নয়,
অপরের বুনানো জাল নিজের কাঁধে
বয়ে বেড়ানো টাই নাকি বুদ্ধিমানের পরিচয়?
এটাই কি তবে জীবন?
না! আমি মানি না এই শ্বাসরুদ্ধকর জীবন।
নিখিল এই বিশ্বজগতে নিজের ভাবনার
বাস্তব রূপ দিতে চাই মানবের মাঝে।

মেহেরপুরে শেষ হলো ভার্চুয়াল বই মেলা

মেহেরপুর ডেস্ক নামের একটি সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মুজিব জন্ম শতবর্ষে মাসব্যাপি অমর একুশে ভার্চুয়ালী বইমেলা শেষ হলো। গত ১ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১ মার্চ সফল সমাপ্তি হলো এই নতুন ভাবনার ভার্চুয়ালি বই মেলার। এই ভার্চুয়ালি বই মেলায় দেশী বিদেশী কবি সাহিত্যিকরা অংশ গ্রহণ করেছেন।

গত সোমবার রাতে মেহেরপুর ডেস্ক বই মেলার ভার্চুয়ালি সমাপনি অনুষ্ঠান করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আইটি গবেষক এম এ মুহিত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব আলকামা সিদ্দিকী এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচিত্রকার ও গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান অখতার হোসেন, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক অধ্যক্ষ হাবীব আনিসুর রহমান, মেহেরপুর উদিচীর সাবেক সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদের মেহেরপুর শাখার সভাপতি দিলারা জাহান এবং মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক কবি রফিকুল আলম। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন মরণব্যাধি করোনাতে যখন সব স্থবির তখন মেহেরপুর ডেস্ক ভার্চুয়ালি অমর একুশে বই মেলা করে এক ইতিহাস রচনা করলো। কারণ অভিনব চিন্তার এই কাজটি বাংলাদেশের আর কোথাও হয়েছে বলে জানা যায়নি। তিনি বলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করে আমরা ইতিহাস গড়েছি তেমনি মেহেরপুর ডেস্ক মুজিব জন্ম শতবর্ষে ভার্চুয়ালি বই মেলা করে সৃষ্টি করলো অনুকরণীয় ইতিহাস। এসময় প্রধান অতিথি সম্মাননা পুরস্কার ঘোষণা করেন। মেহেরপুর ডেস্ক সম্মাননা স্মারক পেলেন সাহিত্যের বড় সংগঠক গাঙচিল সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান আখতার হোসেন, সফল সাহিত্য সমালোচক হিসাবে সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ ও দক্ষ সঞ্চালক হিসাবে সাংবাদিক রুহুল কুদ্দুস টিটো।

সভাপতি এম এ মুহিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে তৃণমূলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিদের নিয়ে কবিতা উৎসব করবেন বলে ঘোষণা দেন।

শিক্ষা – এম.আবুবকর সিদ্দিক

শিক্ষা হলো বিশ্বব্যাপী
নন্দিত এক নাম,
শিক্ষিতরা জাতির বিবেক
যাদের সেরা দাম ৷

শিক্ষিত লোক সূর্যসন্তান
দেখায় আলোর পথ,
মানবতার কল্যাণবাহী
অগ্রগামী রথ।

বিদ্বানেরা বিশ্বজুড়ে গড়বে দেশের মান,
মুছে দেবে সব কালিমা ঘুচাবে দুর্নাম।

নীতিহারা শিক্ষিতদের সনদপত্র যতো,
আমার দেশের দেহটাকে
করছে হত, ক্ষত।

টেকনোলজী শিক্ষার জন্যে করব আয়োজন,
অর্থচুরির টেকনিশিয়ান
নয় তো প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ পবিত্র কুরআন,
শিক্ষাধারায় বাধ্য করো, পড়বে মুসলমান ।

থাকবে জীবন ঘিরে – পারভেজ হুসেন তালুকদার

চোখের কোনে অশ্রু ফোটা
নিত্য বাসা বাঁধে,
শব্দহীনা নীরব স্বরে
মনটা কেনো কাঁদে।

হৃদয় জুড়ে ব্যথার পাহাড়
কেমনে ভুলি স্মৃতি,
আমেজ মেখে হাসি মুখে
শিক্ষা দিতেন নীতি।

আজকের এ দিন চলে গেলে
আসবে না আর ফিরে,
প্রিয় স্যারের স্মৃতি গুলো
থাকবে জীবন ঘিরে।

এইতো একুশ – ছাদির হুসাইন ছাদি

এইতো একুশ ভাষার চাষা
এইতো একুশ বাংলা ভাষা
এইতো একুশ সবার মাঝে
এইতো একুশ নতুন সাজে।

এইতো একুশ মায়ের মুখে এইতো একুশ শ্রদ্ধা শোকে এইতো একুশ রক্তে রাঙা এইতো একুশ বর্ণে চাঙা।

এইতো একুশ কবির ছন্দে

এইতো একুশ ফুলের গন্ধে এইতো একুশ গানের সুরে এইতো একুশ হৃদয় জুড়ে।

এইতো একুশ লাল-সবুজে এইতো একুশ সুখের খুঁজে এইতো একুশ জাতির মূলে এইতো একুশ নীতির ফুলে